সজীব ওয়াজেদ জয় দেশে পৌঁছেছেন

জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় আজ দেশে এসে পৌঁছেছেন।

আমেরিকা থেকে লন্ডন ও দুবাই হয়ে এমিরটেস-এর ফ্লাইটে করে সকাল ৮টায় তিনি ঢাকায় পৌঁছান। বিমান বন্দরে তাকে স্বাগত জানান শেখ হাসিনা।

৩ জেলার নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়

তিনি লেডি ম্যাকবেথ, স্বামী হত্যাকারীর সঙ্গে আঁতাতেও তার দ্বিধা নেই ▪ শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের লেডি ম্যাকবেথ আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোট পাবেন না জেনে আবারো ক্ষমতায় আসার জন্য তিনি নিজের স্বামীর হত্যাকারী এরশাদের সঙ্গে আঁতাত করতেও দ্বিধা করছেন না। কিন্তু এই অশুভ আঁতাত দেশবাসীকে কিছুই দিতে পারবে না। বর্তমান জাতীয়তাবাদী-জামাতি পরিবারের সরকার লাশ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসন ছাড়া জাতিকে আর কিছুই দিতে পারেনি। এরা যখনই ক্ষমতায় এসেছে দেশে দুর্যোগ নেমে এসেছে। কারণ, তারা জনগণের ভোটে নয়, ক্ষমতায় আসে ভোট চুরি করে। দুর্নীতিই তাদের নীতি।

গতকাল সোমবার সকালে দলের তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের অংশ হিসেবে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইল জেলার নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় মেহেরপুর জেলা, তিনটি উপজেলা ও একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কমিটির; চুয়াডাঙ্গা জেলা, চারটি উপজেলা ও দুটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কমিটির এবং নড়াইল জেলা, চারটি উপজেলা ও একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকরা অংশ নেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মতিয়া চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, তারা দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ টাকার মালিক হয়েছে। আগামী নির্বাচনে ভোট চুরি ও ভোট কিনতে এসব টাকা কাজে লাগাবে। মানুষ তাদের আগামীতে ভোট দেবে না বুঝতে পেরে সরকার ভোট ডাকাতির চক্রান্ত করছে। কিন্তু জনগণ তাদের এ চক্রান্ত সফল হতে দেবে না। গণআন্দোলনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব মানতে বাধ্য করে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে।

মতবিনিময় সভায় তৃণমূল নেতারা দলের ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাদের আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলীয় সভানেত্রীকে অনুরোধ জানান। শেখ হাসিনা তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে তার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

শোকাবহ আগস্ট আজ শুরু

আজ থেকে শুরু হচ্ছে শোকের মাস আগস্ট। শোকাবহ এই মাসটি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে আবার। ১৯৭৫ সালের এই মাসেই সেনাবাহিনীর কুচক্রী একদল উশৃঙ্খল, ক্ষমতালিপ্সু, বিপথগামী সদস্য সপরিবারে হত্যা করে বাঙালি জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনসমূহসহ বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন। জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি ও সরকারি ছুটি বাতিলের প্রতিবাদে এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করার দাবিতে আগামী ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকেই আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্ট জাতীয়

শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এজন্য প্রতিবছরই আগস্টে আওয়ামী লীগ মাসব্যাপী কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের আইন এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। তবে ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে এবং জাতীয় পতাকা বিধি পরিবর্তন করে। এই বিধি অনুযায়ী ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা যাবে না। আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধে সপক্ষের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো এবং দেশের সুশীল সমাজ সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর থেকে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ভবন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সুধাসদনসহ দেশব্যাপী দলটির কার্যালয়ে এবং নেতৃবৃন্দের বাসভবন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, একই সঙ্গে উত্তোলন করা হয় কালো পতাকা।

এদিকে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইনমেনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের উদ্যোগ নেয়। উল্ল্যে, জাতির জনককে হত্যার পর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে তারা ইনডেননিটি নামের এই কালো অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে একটি আইনগত বাধা সৃষ্টি করে রাখে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এই আইন বাতিলের পর নানা অনিশ্চয়তায় ওপর আদালত থেকে এই হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল উচ্চ আদালত জাতির জনকের হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১২ জন আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দন্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর মাসব্যাপী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ এই শোকের মাস শুরু হচ্ছে।

কর্মসূচী

শোকের মাস উপলক্ষে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন মাসব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করবে। আওয়ামী লীগ ও সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন প্রথম থেকেই ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করছে। আগামী ১৫ আগস্ট সরকারি ছুটি বাতিলের প্রতিবাদে সারাদেশে আধাবেলা হরতাল পালন করবে আওয়ামী লীগ। এছাড়া আলোচনা সভা, সেমিনারসহ একাধিক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। আওয়ামী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বাঙালি সংস্কৃতি মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু সমর্থক পরিষদ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, বঙ্গবন্ধু আদর্শ মূল্যায়ন ও গবেষণা সংসদ, জাতীয় রিকশাভ্যান শ্রমিক লীগ প্রভৃতি সংগঠন শোকের মাস আগস্টে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে।

শোকের মাসের প্রথম দিনে আজ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে কৃষক লীগ। সকাল ১০টায় ধানমণ্ডির বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণের এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবিতে বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মানববন্ধন করবে বঙ্গবন্ধু সমর্থক পরিষদ। মুক্তাঙ্গনের সামনে অনুষ্ঠেয় মানববন্ধনে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত থাকবেন। জাতীয় শোক দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের দাবিতে বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে বাঙালি সংস্কৃতি মঞ্চল। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশকার্যকরের দাবিতে জেলা-উপজেলায় প্রতীক অনশন পালন করবে স্বেচ্ছাসেবক লীগ। একই দাবিতে বেলা ১১টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করবে রিকশাভ্যান শ্রমিক লীগ। সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউর সামনে শোক সমাবেশ ও র‍্যালি করবে জাতীয় শ্রমিক লীগ।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সোমবার পালিত হয়েছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০৬। বিপুল জনসমাগমের কারণে তিল ধারণের জায়গা ছিল না ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের ভেতর। ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণও ছিল নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখরিত।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের এই প্রাণবন্ত আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৪ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল এমপি বলেন, দেশের মানুষের ভোটের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ এই জোট সরকারকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত করবে। এ কথা জোট সরকার জানে বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব মানতে রাজি হচ্ছে না। অন্যদিকে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে তৈরি করা ভোটার তালিকা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মতিউর রহমান মতি। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কৃষিবিদ আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাছিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও অর্থনীতিবিদ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড, আবুল বারকাত। প্রধান বক্তা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ।

সম্মেলনের পর বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল। রং বেরংয়ের ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেন এতে। মিছিলে ছিল ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদির আয়োজন। মিছিলের ব্যাপকতায় সবার মাঝেই ছিল খুশির জোয়ার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেন, পৌনে পাঁচ বছরে জোট সরকার দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বিশ্বে তারা দেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে। তারা ৫ বার দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছে। প্রশাসনকে দলীয়করণ ছাড়াও জোট সরকার বিচার বিভাগে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে তাকে কলুষিত করেছে। সন্ত্রাসকে নির্মূল না করে আরও বাড়িয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জন জোট সরকারের কারণে ভূলুণ্ঠিত। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের জন্য জঙ্গীবাদকে উস্কে দিয়েছে। বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে ভাঙ্গা স্যুটকেস ও ছেঁড়া গেঞ্জির বাহকেরা দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, জনগণের কাছে রাষ্ট্রের মালিকানা পৌঁছানোর জন্যই ১৪ দল আন্দোলন করছে, সম্প্রতি পদযাত্রার মাধ্যমে জনতা জোট সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে বর্তমানে পরবর্তী সরকার হিসাবে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে ইলেকশন কমিশন ছিনিমিনি খেলছে। এই নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন হলেই ভোটার তালিকা তৈরি করা গ্রহণযোগ্য হবে। ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ বলেন, বর্তমানে পুরনো ও নতুন স্বৈরাচার পরস্পর হাত মেলানোর তালে আছে। এবার কোন স্বৈরাচারকেই ছাড় দেয়া হবে না। জনগণ রক্ত দিয়ে হলেও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি আদায় করে ছাড়বে।

ড. আবুল বারকাত বলেন, দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস পালন করা হচ্ছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, আমাদের মৌলবাদকে পরাজিত করতে হবে।

র‍্যাব কর্তৃক আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে মাদারগঞ্জে আধাবেলা হরতাল পালিত, আগামীকাল জেলায়

র‍্যাব কর্তৃক মাদারগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন আয়নাকে গুলিতে আহত করে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার মাদারগঞ্জে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে। একই ঘটনায় জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ আজ মঙ্গলবার জেলা সদরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও আগামীকাল বুধবার সারা জেলায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে।

হরতালের সময় মাদারগঞ্জ উপজেলা সদরের বালিজুড়ি বাজারসহ বিভিন্ন সড়কের দুপাশের সকল দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ইউএনও অফিসসহ উপজেলা সদরের সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, বীমাসহ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ক্লাস হয়নি। সড়কপথে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। আওয়ামী লীগ,

যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ডভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তায় পিকেটিং করেছে। বেলা সাড়ে ১২টায় ইউএনও অফিস চত্বরে র‌্যাবের নির্যাতনের শিকার আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন আয়না ও ছাত্রলীগ কর্মী বুলবুলের অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে মাদারগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

আওয়ামী লীগ নেতা আয়নাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তির দাবিতে গতকাল সোমবার দুপুরে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ শহরের বকুলতলা চত্বরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুম রেজা রহিম ও সাধারণ সম্পাদক বিজন চন্দ, জেলা যুবলীগের সভাপতি আবদুলাহ আলআমীন চান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোবারক হোসেন শহীদ, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান আকন্দ বাবু ও সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার হোসেন ছানু।

জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী গতকাল সোমবার সাংবাদিকদেরকে দেওয়া এক প্রেস ব্রিফিঙে বলেছেন, আওয়ামী লীগ নেতা আয়নাকে র‌্যাব সদস্যদের গুলি করে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে এবং তার মুক্তির দাবিতে আজ মঙ্গলবার বিকালে জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং আগামীকাল বুধবার সারা জেলায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে।

Z_¨mÎt ˆˆ`wbK †fv‡ii KvMR, AvM÷ 1, 2006

শেকৃবিতে আবারো বিক্ষোভ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

শিক্ষককে লাঞ্ছিত করায় ছাত্রদল নেতাকে গণপিটুনি

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) গতকাল সোমবার ছাত্রদল ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশসহ ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে। ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি আশরাফুল ইসলাম আশরাফ দুজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করায় সাধারণ শিক্ষার্থী তাকে ধরে গণপিটুনি দেয়।

Z_¨mÎt ˆˆ`wbK †fv‡ii KvMR, AvM÷ 1, 2006